সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
➲	কবিরা গুনাহ কী?	১১
➲	কবিরা গুনাহের সংখ্যা	১২
১.	আল্লাহর সাথে শিরক করা	১৪
২.	হত্যা বা খুন করা	১৮
৩.	জাদু করা	২০
৪.	নামায আদায়ে উদাসীনতা	২২
৫.	যাকাত না দেওয়া	৩৫
৬.	ওজর ব্যতীত রমযানের রোযা না রাখা	৩৯
৭.	সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ আদায় না করা	৪০
৮.	পিতামাতার অবাধ্য হওয়া ও তাদের কষ্ট দেওয়া	৪২
৯.	আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা	৫০
১০.	ব্যভিচার	৫৪
১১.	সমকামিতা	৬১
১২.	সুদের আদান-প্রদান	৬৫
১৩.	এতিমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা ও তার ওপর জুলুম করা	৬৯
১৪.	মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপ করা	৭৪
১৫.	যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন	৭৫
১৬.	কোনো শাসক কর্তৃক শাসিতের ওপর অত্যাচার ও প্রতারণা এবং এর সমর্থন ও সহযোগিতা করা	৭৭
১৭.	অহংকার করা	৮২
১৮.	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া	৮৫
১৯.	মাদকাসক্তি বা নেশা গ্রহণ	৮৭
২০.	জুয়া খেলা	৯৩
২১.	সতী নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া	৯৬
২২.	রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা	৯৯
২৩.	চুরি করা	১০২
২৪.	ডাকাতি করা	১০৪
২৫.	মিথ্যা শপথ করা ও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা	১০৬

২৬. জুলুম বা অত্যাচার করা ১০৯
২৭. জোরজবরদস্তি করে চাঁদা আদায় করা.. ১২০
২৮. হারাম ভক্ষণ করা ও যেকোনো হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও ভোগ দখল করা.. ১২২
২৯. আত্মহত্যা করা.. ১২৬
৩০. মিথ্যা কথা বলা ১২৮
৩১. বিচার কাজে দুর্নীতি ও অসততা ১৩১
৩২. ঘুষ বিনিময় করা ১৩৩
৩৩. নারীর সাথে পুরুষের এবং পুরুষের সাথে নারীর সাদৃশ্যপূর্ণ বেশভূষা গ্রহণ ১৩৪
৩৪. নিজ পরিবারের মধ্যে অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রশ্রয়দান ১৩৬
৩৫. তালাকপ্রাপ্তা নারীর তাহলীল.. ১৩৭
৩৬. প্রস্রাব থেকে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন না করা ১৩৯
৩৭. লৌকিকতা তথা অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করা.. ১৪০
৩৮. পার্থিব উদ্দেশ্যে কোনো জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জন করা, তা গোপন করা এবং দীনি জ্ঞান অর্জন করে সে অনুযায়ী আমল না করা ১৪৩
৩৯. খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা.. ১৪৬
৪০. দানখয়রাত ও অনুগ্রহের দোহাই দেওয়া, খোটা দেওয়া ও প্রচার করা ১৪৮
৪১. অদৃষ্টকে অস্বীকার করা.. ১৪৯
৪২. মানুষের গোপনীয় দোষ জানার চেষ্টা করা.. ১৫১
৪৩. নামীমা বা চোগলখুরি.. ১৫২
৪৪. বিনা অপরাধে কোনো মুসলমানকে অভিশাপ দেওয়া ও গালমন্দ বলা ১৫৭
৪৫. ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ১৬০
৪৬. ভবিষ্যদ্বক্তা ও জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা ১৬১
৪৭. স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার লঙ্ঘন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অসদাচরণ ১৬৩
৪৮. প্রাণীর প্রতিকৃতি বা ছবি আঁকা, ছাপানো, খোদাই করা, ঝুলানো ও সংরক্ষণ.. ১৭১
৪৯. বিপদে, দুর্যোগে বা শোকাবহ ঘটনায় উচ্চ আওয়াজে কান্নাকাটি, বকু কপাল চাপড়ানো, পোশাক ছিঁড়ে ফেলা, মাথা মুণ্ডানো, চুল উপড়ানো এবং নিজের মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করা ইত্যাদি ১৭৩

৫০. বিদ্রোহ, ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা ১৮১
৫১. দুর্বল দাসদাসী বা চাকর-চাকরানি ও জীবজন্তুর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা ১৮৪
৫২. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ১৮৭
৫৩. মুসলমানদেরকে উত্যক্ত করা, গালি দেওয়া ও তাদের পরস্পরের মধ্যে গোলযোগ বিভেদ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করা ১৮৯
৫৪. সৎ খোদাভীরু বান্দাদেরকে কষ্ট দেওয়া ১৯২
৫৫. রিয়া, দাম্ভিকতা ও আভিজাত্য প্রদর্শনার্থে টাখনুর নিচ পর্যন্ত পোশাক পরা ১৯৪
৫৬. পুরুষের রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করা ১৯৫
৫৭. বৈধ কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হওয়া ও বৈধ আনুগত্যের বন্ধন একতরফাভাবে ছিন্ন করা ১৯৬
৫৮. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জন্তু যবাই করা ১৯৭
৫৯. জেনেশুনে নিজেকে পিতা ছাড়া অন্যের সন্তান বলে পরিচয় দেওয়া ১৯৮
৬০. জেনেশুনে অন্যায়ের পক্ষে তর্ক, ঝগড়া ও দ্বন্দ্ব ১৯৯
৬১. উদ্বৃত্ত পানি অপরকে না দেওয়া ২০১
৬২. ওজনে কম দেওয়া ২০২
৬৩. মহান আল্লাহর আযাব ও গযব প্রসঙ্গে নিশ্চিত হওয়া ২০৩
৬৪. মহান আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া ২০৫
৬৫. ওজর ছাড়া জামাআত বর্জন করা ও একাকী নামায আদায় করা ২০৮
৬৬. ওসিয়তের মাধ্যমে কোনো ওয়ারিসের ক্ষতি সাধন ২০৯
৬৭. ছলচাতুরী, ধোঁকাবাজি ও ষড়যন্ত্র করা ২০৯
৬৮. অপচয়, কৃপণতা ও অপব্যয় করা নাজায়েয ও বিশৃঙ্খল ব্যয় ২১০
৬৯. শত্রুর নিকট মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা ২১১
৭০. কোনো সাহাবিকে গালি প্রদান করা ২১১
➲ **আরো ৩৬টি জঘন্যতম কবিরা গুনাহ** ২১৩
➲ **আরো ৫৫টি জঘন্যতম কবিরা গুনাহ**
১. মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির মাধ্যমে কোনো মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করা ২১৫
২. নেককার ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে রাগানো ২১৫
৩. কারো নিজের জন্য রাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করা ২১৬

মানসিক অপকার ২৫৯
স্বাস্থ্যগত ক্ষতি ২৬০
আর্থিক ক্ষতি ২৬০
৪৯. মুহরিমের জন্য সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা ২৬১
৫০. ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় কোনো নারীর সাথে সহবাস করা ২৬১
৫১. সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহিত করে কথা বলা ২৬২
৫২. ইদ্দত চলাকালীন সময় শরিয়ত নিষিদ্ধ কোনো কাজ করা ২৬৩
৫৩. স্ত্রীর আপন খালা ও ফুফীকে বিবাহ করা ২৬৩
৫৪. মোবাইল প্রেমালাপ করা ২৬৪
৫৫. যোগ্য পুরুষ থাকতে নারীর হাতে নেতৃত্ব দেওয়া ২৬৪
➲ কবিরা গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় ২৬৫
➲ তওবার শর্ত, গুরুত্ব ও ফযিলত ২৬৬
◈ তওবার পরিচয় ২৬৬
◈ তাওবাতুন নাসুহা কী? ২৬৬
◈ যে কারণে তওবা করতে হবে ২৬৭
◈ তওবার গুরুত্ব ২৬৮
◈ তওবা কবুলের শর্তাবলি ২৬৯
◈ পাপ কাজ করার পর তওবার সুযোগ ২৭৪
◈ যত বড়ই অপরাধ হোক আল্লাহর ক্ষমা তার চেয়েও বড় ২৭৫
◈ তওবা করার হুকুম ও পদ্ধতি ২৭৭
◈ তওবা সম্পর্কিত হাদিসসমূহ ২৭৮
◈ তওবার ফযিলত ২৮৮
◈ তওবার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ ২৯৪
◈ সাহাবিদের তওবা ২৯৫
◈ মায়েয ইবনে মালেক আল আসলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর তওবা ২৯৫
◈ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া ২৯৬
◈ তওবার প্রতিবন্ধকতা ২৯৮
◈ সালাতুত তওবা ৩০০
◈ তওবা কবুল হওয়ার আলামত ৩০১

بسم الله الرحمن الرحيم

কবিরা গুনাহ কী?

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কিতাব, রাসূল ﷺ-এর মুখনিঃসৃত বাণী ও পূর্ববর্তী নেককার আলিমগণের বিবরণ থেকে যেসব বিষয় আল্লাহ ও রাসূল ﷺ কর্তৃক স্পষ্টভাবে হারাম হিসেবে জানা যায় সেগুলোই কবিরা (বড়) গুনাহ। কবিরা ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকলে সগীরা (ছোট) গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে বলে মহান আল্লাহ কুরআনে কারিমে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন–

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا.

অর্থ : তোমরা যদি বড় বড় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বেঁচে থাক, তাহলে আমি তোমাদের (অন্যান্য) পাপরাশি ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো।[১]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার মাধ্যমে কবিরা বা বড় বড় গুনাহ থেকে যারা বিরত থাকে তাদের জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

কুরআনে কারিমে মহান আল্লাহ আরো ঘোষণা করেন :

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ.

অর্থ : আর সেসব ব্যক্তি, যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ-কর্ম থেকে মুক্ত থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে।[২]

---

১ সূরা আন-নিসা : ৩১

২ সূরা আশ শুরা : ৩৭

অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেন :

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ.

অর্থ : আর যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে মুক্ত থাকে, তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা খুবই বিস্তৃত।[৩]

অবশ্য ছোটখাটো পাপের বিষয় ভিন্ন কথা।

নবি করিম ﷺ ইরশাদ করেছেন : 'প্রত্যহ পাঁচবার নামায জুমুআর নামায পরবর্তী জুমুআ না আসা পর্যন্ত এবং রমযান মাসের রোযা পরবর্তী বছরের রমযান মাস না আসা পর্যন্ত মধ্যবর্তী পাপরাশির ক্ষমার নিশ্চয়তা প্রদান করে যদি 'কবিরা গুনাহ'সমূহ থেকে বিরত থাকা হয়।'[৪]

কবিরা গুনাহের সংখ্যা

কুরআনে কারিমের আয়াত ও হাদিসের আলোকে আমাদের জন্য কবিরা গুনাহসমূহ কী কী তা জেনে রাখা প্রয়োজন। কবিরা গুনাহ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে কবিরা গুনাহ সাতটি। তাঁদের যুক্তি হলো, আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদিস রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : 'তোমরা সাতটি ভয়ানক পাপ থেকে দূরে থাকো। (ক) আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করা, (খ) জাদু করা, (গ) শরিয়তের বিধিসম্মতভাবে ছাড়া কোনো অবৈধ হত্যাকাণ্ড ঘটানো, (ঘ) এতিমের মাল আত্মসাত করা, (ঙ) সুদ খাওয়া, (চ) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং (ছ) সরলমতি সতীসাধ্বী মু'মিন নারীদের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।'[৫]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما বলেন : 'কবিরা গুনাহ ৭০-এর কাছাকাছি।'[৬]

হাদিস শরিফে কবিরা গুনাহের কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, যেসব বড় বড় অপরাধের জন্য দুনিয়ায় শাস্তি প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন হত্যা, চুরি ও

---

৩ সূরা আন-নাজম : ৩২

৪ সহিহ মুসলিম, ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি আল-মুসনাদ আস-সহিহ (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবি) হা- ২৩৩

৫ সহিহ বুখারি, আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরাহ, আল-জামি'উস সহিহ, (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৯৬ খ্রি.), খণ্ড ৯, পৃ. ১৫, : ২৫৬০

৬ আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ, খণ্ড ১, পৃ: ৪৮৬,

ব্যভিচার কিংবা আখিরাতে কঠিন আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে অথবা রাসূল ﷺ-এর ভাষায় ঐ অপরাধকারীকে লা'নত বা অভিশাপ দেওয়া হয়েছে, অথবা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ঈমান নেই বা সে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত নয়- এরূপ বলা হয়েছে সে সবই কবিরা গুনাহ।

সাঈদ ইবনে যুবাইর (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বলেছিল কবিরা গুনাহ তো সাতটি। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন : না; বরং সাতশোটির কাছাকাছি। তবে ক্ষমা চাইলে এবং তওবা করলে কোনো কবিরা গুনাহই কবিরা থাকে না, তা মাফ হয়ে যায়। আর বারবার করতে থাকলে সগীরা গুনাহও সগীরা থাকে না; বরং কবিরা গুনাহে রূপান্তরিত হয়।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন : 'কবিরা গুনাহ প্রায় ৭০টি। কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম কবিরা গুনাহ গণনা করে ৭০টিই পেয়েছেন। আবার কেউ কেউ সামান্য কিছু বেশি পেয়েছেন।'[৭]

অবশ্য এ কথাও সত্য যে, কবিরা গুনাহর ভেতরেও স্তরভেদে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যা একটি অপরটির চেয়ে গুরুতর বা হালকা । যেমন– শিরককেও কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। অথচ এ কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি চির জাহান্নামি এবং তার গুনাহ ক্ষমাযোগ্য নয়।

কুরআনে কারিমে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

অর্থ : আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না। এর নিচে যে কোনো গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিতে পারেন।[৮]

অবশ্য শিরক থেকে মুক্ত থাকলে তা ভিন্ন কথা।

প্রসিদ্ধ ৭০টি কবিরা গুনাহের বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো :

---

৭ আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৮৬, ও বাইহাকি, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৬৩, হা-২৯০

৮ সূরা আন নিসা : ৪৮